আজকের কাগজ
তারিখ 01 FEB 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৮

১৯৪

পারস্পরিক ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল সন্ত্রাস এবং অসহিষ্ণুতা

ছাত্র সমাজের দশ দফা দাবি উপেক্ষিত

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের প্রধান প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলোর পারস্পরিক ও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে লিপ্ত থাকা, ধারাবাহিক সন্ত্রাস এবং অসহিষ্ণুতার কারণে ছাত্র সমাজের দাবি আদায়ের আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে না। ফলে গণ-অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দানকারী সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য প্রণীত এবং সকল রাজনৈতিক দলের সমর্থনপুষ্ট ছাত্র সমাজের ১০ দফা দাবির কোন দফাই এখনও পূরণ হয়নি। ছাত্র সংগঠনগুলো বিশেষত : বিরোধী দলীয় ছাত্র সংগঠনগুলো ১০ দফার আন্দোলন সম্মিলিত প্রয়াসের মাধ্যমে দাবি আদায়ে বিএনপি সরকারকে বাধ্য করতে পারেনি। অদূর ভবিষ্যতে এ দাবি আদায়ের কোন কার্যকরি কর্মসূচি দেয়ারও উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

স্বৈরাচারের পতনের পর ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে দেশের দুই প্রধান সংগঠন-বিএনপি ও আওয়ামী লীগে দ্রুত দূরত্ব বেড়ে যায়। এর প্রভাব পড়ে ছাত্র সংগঠন-ছাত্রদল ও ছাত্রলীগে। দেশব্যাপী সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়লে একে একে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হতে থাকে। এর পর ছাত্র লীগ আধিপত্য বিস্তারে পেশীশক্তির কৌশলকে গুরুত্ব দিয়ে ডাঃ মিলন হত্যাকান্ডের সাথে জড়িতদের আনুষ্ঠানিকভাবে দলে ঠাঁই দিলে পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে মোড় নেয়। এর ফলে ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও অপরাপর বাম সংগঠনগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ছাত্রলীগ ছাত্রদলের বিকল্প শক্তির সম্ভাবনা নিয়ে ৯টি বাম সংগঠন গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গঠন করলেও, দাবি আদায়ের লক্ষ্যে গতানুগতিক কর্মসূচির বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে না পারায় আন্দোলনে তেমন গতি লাভ করেনি। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দের ভেতরও "গা-ছাড়া" ভূমিকা ছাত্র সমাজের দাবি আদায়ের প্রত্যাশাকে পূরণ ১০ দফা সকল ছাত্র সংগঠনের মতামতের ভিত্তিতে প্রণীত এবং এর প্রতি বিএনপি ও আওয়ামী লীগসহ সব সংগঠনেরই সমর্থন ছিল কিন্তু সরকার বা বিরোধী দল এমনকি সাংসদগণ এ ব্যাপারে এখন আর কোন উৎসাহই দেখাচ্ছেন না। ছাত্রদল ১০ দফা দাবি নিয়ে 'গণতান্ত্রিক সরকার'কে বিব্রত না করার পক্ষে। সে কারনে দাবি আদায়ে 'নিয়মতান্ত্রিক' আন্দোলন কিংবা 'আস্তে আস্তে সব দাবি পূরণ' করতে আগ্রহী। ছাত্রলীগের একজন নেতা জানান, ১০ দফা নিয়ে যাতে আন্দোলন গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য সরকার 'নীল নকশা' অনুযায়ী ক্যাম্পাসে হত্যাকান্ড ঘটায়। আর সে কারণে আজও ১০ দফা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর আন্দোলন গড়ে উঠতে পারেনি। গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের এক নেতা জানান, সরকারের আচরণে মনে হয় ছাত্র সমাজের ১০ দফা দাবি বিএনপি বা ছাত্রদলের নয়, বিরোধী দলের। তবে তিনি ছাত্র সংগঠনগুলোর ভূমিকাকেও দায়ী করেন।

এদিকে ছাত্র সংগঠনগুলোর দলীয় কোন্দল পারস্পরিক হানাহানি, কর্মসূচিহীনতায় ভুগছে। বিক্ষোভ সমাবেশ, স্মারকলিপি আর নিন্দা-ক্ষোভ জ্ঞাপন নির্ভর কর্মসূচি দলীয় সমর্থকদের কাজে উৎসাহিত করতে পারছে না। তদুপরি দেশব্যাপী সন্ত্রাস, দলীয় কোন্দল, নেতৃত্বের দুর্বলতা ও দায়িত্বহীনতার কারণে সক্রিয় কর্মীরা হতাশ হয়ে পড়ছে। ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশে উপস্থিতি কম। হলে হলে রাজনৈতিক তৎপরতা নেই বললেই চলে। যারা সংগঠনের কাজে অংশ নেয় তাদের অনেকটা অনুরোধ করে এমনকি হুমকি দিয়ে অংশ গ্রহণ করায়।

সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরাও ছাত্র সংগঠনগুলোর উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছে। তাদের মতে ছাত্র সংগঠনগুলো পিতৃ সংগঠনের লেজুড়বৃত্তি করায় সুষ্ঠু রাজনৈতিক চর্চা হচ্ছে না। ছাত্র সংগঠনের কর্মসূচি বা বক্তৃতা-বিবৃতি দলের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই। সে কারণেই বৃহত্তর ছাত্র সমাজের দাবি অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে।

1